



40608 - হায়যেগ্রস্তু নারী মীকাত থেকে হজ্জেরে শেষে পর্যন্ত যা করবনে

প্রশ্ন

কোন নারী হজ্জেরে দিনগুলোর শুরুতে মক্কায় প্রবশে করার পূর্বে যদি তার মাসকি শুরু হয়ে যায় তাহলে তিনি কি করবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কোন নারী হায়যে অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করনে এবং তিনি হজ্জ পালনে ইচ্ছুক হন তাহলে তিনি মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবনে। এরপর তিনি মক্কায় এসে হজ্জেরে যাবতীয় আমল সম্পাদন করবনে; শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঈ (প্রদক্ষণি) করা ব্যতীত। তিনি হায়যে থেকে পবিত্র হয়ে এ আমল দুটো পালন করার জন্য রেখে দবনে। ইহরাম করার পর তাওয়াফ করার পূর্বে যার হায়যে শুরু হয়েছে তিনিও এভাবে করবনে।

আর যদি তাওয়াফ করার পর তার হায়যে শুরু হয়েছে তিনি হায়যে অবস্থাতই সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাঈ করবনে।

স্থায়ী কমটির আলমেগনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে:

হায়যেগ্রস্তু নারীর হজ্জ করার হুকুম কী?

জবাবে তাঁরা বলেন:

“হায়যে হজ্জ আদায়ে প্রতবিন্দক নয়। হায়যে অবস্থায় যে নারী ইহরাম বাঁধনে তিনি হজ্জেরে সকল আমল সম্পাদন করবনে; শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা ব্যতীত। তাঁর হায়যে শেষে হওয়ার পর ও গোসল করার পর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবনে। নফিসগ্রস্তু নারীর হুকুমও একই রকম। যদি হায়যেগ্রস্তু নারী হজ্জেরে রুকনসমূহ আদায় করনে তাহলে তার হজ্জ সহি।” [ফাতাওয়াল লাজনাহ আদদায়মিা ললি বুহুস আল-ইলময়িয়া ওয়াল ইফতা (১১/১৭২, ১৭৩)

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালাহে আল-উছাইমীন বলেন:

“যে নারী হজ্জ আদায় করতে চান তার জন্যে ইহরাম না বাঁধে মীকাত অতিক্রম করা জায়যে হবে না; এমন কিসে নারী যদি হায়যেগ্রস্তু হন তবুও। কেননা তিনি হায়যেগ্রস্তু হলেও ইহরাম বাঁধবনে এবং তার ইহরাম বাঁধা শুদ্ধ হবে। দলিল হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদীয় হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যুল হুলাইফাতে অবস্থান করছিলেন তখন আবু বকর



(রাঃ) এর স্ত্রী আসমা বনিতা উমাইস (রাঃ) সন্তান প্রসব করলেন। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোক পাঠালেন: তিনি কি করবেন? তখন তিনি বললেন: আপনি গোসল করে নিন, একটা কাপড় বঁধে নিন এবং ইহরাম করুন।

নফিসের রক্ত হায়যেরে রক্তেরে ন্যায়। তাই যখন ঋতুভিত্তিক নারী উমরা কথিবা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে নযি মীকাত পার হচ্চে আমরা তাকে বলব: আপনি গোসল করে নিন এবং একটা কাপড় বঁধে নিন এবং ইহরাম করুন। استنفاً শব্দটির অর্থ হচ্চে- লজ্জাস্থানের উপরে একটা কাপড় বঁধে নবি। এরপর হজ্জ কথিবা উমরার ইহরাম করবে। কিন্তু, সন নারী মক্কায় পৌঁছার পর পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহতে আসবে না এবং তাওয়াফ করবে না। যহেতে আয়শো (রাঃ) যখন উমরা পালনকালে হায়যেগ্রস্ত হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: “একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা করবে তবে, পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।” এটি সহি বুখারী ও সহি মুসলিমের বর্ণনা। সহি বুখারীর অপর বর্ণনাতা আছে আয়শো (রাঃ) বলছেন: “তিনি যখন পবিত্র হয়েছেন তখন তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন ও সাফা-মারওয়া সাঈ করছেন”। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যদি হায়যে অবস্থায় ইহরাম বাঁধেন কথিবা তাওয়াফ করার আগে তার মাসিকি শুরু হয় তাহলে তিনি পবিত্র হওয়া ও গোসল করার আগে তাওয়াফ করবেন না এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ (প্রদক্ষিণ) করবেন না। আর তিনি যদি পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করে থাকেন, কিন্তু তাওয়াফ শেষ করার পর তার মাসিকি শুরু হয় সেক্ষেত্রে তিনি উমরার আমল চালিয়ে যাবেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবেন; এমন কি হায়যে অবস্থা সত্ত্বেও। তিনি মাথার চুল ছোট করে উমরার কাজ সমাপ্ত করবেন। কেননা সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাঈ করার ক্ষেত্রে পবিত্রতা শর্ত নয়।

[সিত্তুনা সুআলান ফলি হায়যা (সুআল: 54)]

আল্লাহই ভাল জানেন।